শিল্পীসংসদ নিবেদিত

রমাপদ চৌধুরীর

বনপলাশির পদাবলী

বিশ্ব পরিবেশনা • শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

শিল্পীসংসদ নিবেদিত

রমাপদ চৌধুরীর

বনপলাশির পদাবলী

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
ও
প্রধান ভূমিকায়ঃ
উত্তমকুমার

[প্রমোদকরমুক্ত]

সংগীত পরিচালনা ঃ নচিকেতা ঘোষ। সতীনাথ মুখার্জী ॥ দ্বিজেন মুখার্জী। অধীর বাগচী ও শ্যামল মিত্র

অতিরিক্ত সংলাপ ঃ জয়দেব বসু ॥ গীতরচনা ঃ রবীন্দ্রনাথ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারও রুবী বাগচী ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা ঃ কানাই দে ॥ চিত্রগ্রহণ ঃ মধু ভট্টাচার্য ॥ নেপথ্যকণ্ঠে ঃ মান্না দে ॥ সতীনাথ মুখার্জী ॥ শ্যামল মিত্র ॥ উৎপলা মুখার্জী(সেন)॥ দ্বিজেন মুখার্জী ॥ অধীর বাগচী ॥ স্বপ্না দাশগুপ্তা ও বাসবী নন্দী ॥ সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী ॥ শিল্প নির্দেশনা ঃ রবি চ্যাটার্জী ॥ প্রধান কর্মসচিব ঃ পারিজাত বসু ॥ পটশিল্প ঃ আর, সিদ্ধে ॥ জনসংযোগ সচিব ও প্রচার উপদেষ্টা ঃ শ্রীপঞ্চানন ॥ রূপসজ্জা ঃ নিতাই সরকার ও অনাথ মুখার্জী ॥ শব্দগ্রহণ ঃ নৃপেন পাল॥ অতুল চ্যাটার্জী ॥ বাণী দত্ত ॥ দেবেশ ঘোষ ॥ মৃনাল গুহঠাকুরতা ॥ শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ সোমেন চ্যাটার্জী ॥ অনিল দাশগুপ্ত ॥ সাজসজ্জা ঃ দাশরথি ঘোষ ॥ ব্যবস্থাপনা ঃ দেবু ব্যানার্জী ॥ পরিস্ফুটনে ঃ অবনী রায় ॥ তারাপদ চৌধুরী ॥ ফণীভূষণ রায় ॥ নিরঞ্জন চ্যাটার্জী ॥ রবীন ব্যানার্জী ॥ কানাই ব্যানার্জী ॥ স্থিরচিত্র গ্রহণ ঃ এড্না লরেঞ্জ ॥ পরিচয় লিখন ঃ দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার সচিব ঃ নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কন ঃ সমর গাঙ্গুলী ॥ রূপায়ণ ॥ এ, কে, কনসার্ণ ॥ বি, টি, এজেন্সী ॥ পালিত ॥ ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ সুনীল দাস ॥ রতন রবাট ॥ শ্যামল দাস ॥ আবহ সংগীত ঃ শ্যামল মিত্র ও উত্তমকুমার ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁ, শ্রীঅসীম সরকার, শ্রী বি. বি. লাল (ডিভিসন্যাল সুপারেনটেনডেণ্ট, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে) শ্রীমতী পারুল দেবী (আর্ল ষ্ট্রীট)

॥ সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় ঃ হিমাংশু দাশগুপ্ত, বীরেশ চ্যাটার্জী, রঞ্জন মজুমদার, রানা চক্রবর্তী॥ চিত্রগ্রহণেঃ বিমল চৌধুরী, পৃথ্বিরাজ সুবেদার॥ রূপসজ্জায় ঃসরোজ মুন্সি॥ ব্যবস্থাপনায়ঃ সুনীল দত্ত॥ শিল্প নির্দেশনায় ঃ সুরথ দাস॥ সম্পাদনায়ঃ প্রণব মুখার্জী, পঞ্চানন চন্দ ॥ প্রচারেঃ অধ্যাপক শান্তিময় কারফর্মা ॥ সুকান্ত গাঙ্গুলী এম, এ ও নিকুঞ্জ কিশোর বসু ॥ সাজসজ্জায় ঃ নিমাই দাস।

নিউথিয়েটার্স এক নম্বর, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ, ক্যালকাটা মুভিটোন ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি মেহেতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

★ বিশ্বপরিবেশনা ঃ শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ★

কাহিনী

দেওঘরে সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর গিরিজাপ্রসাদ সপরিবারে নিজের গ্রাম বনপলাশিতে ফিরে এসে—লক্ষ্য করেন অনেক পরিবর্তন। সকলের, এমন কি সহোদর গিরীণেরও ধারণা প্রায় লাখ খানেক টাকা নিয়ে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। অট্টামা কিন্তু তাঁর পেসাদকে পেয়েই খুশী,—তাঁর অভিশপ্ত জীবনের সবকিছুই জানে তাঁর পেসাদ। গ্রামে একটি স্কুল চাই। লড়াই ফেরৎ খোঁড়া ডাক্তার অবিনাশও তাই চায়;—চায় তরুণ বি.ডি. ও প্রভাকর। ব্যবসায়ে প্রচুর পয়সা রোজগার ক'রে গিরিজার বাল্যবন্ধু অবনী গ্রামে ফিরেছে,—সেও নিজের স্বার্থে কিছু দান করতে চায় স্কুলের জন্যে।

গিরিজার বাল্য বন্ধু বংশীর ছেলে উদাস বড় হয়েছে—চাষ বাসে তার মন ওঠেনা—বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে,—যাত্রা গানে ওর খুব নাম। আর মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্সের লোভে বাপের পছন্দ করা পাঁচুর মেয়ে পদ্মকে না দেখেই পালিয়ে এসে দশরথের মেয়ে লক্ষ্মীকে বিয়ে করে।

গিরিজার মেয়ে বিমলা প্রভাকরকে ভালবেসে ফেলেছে। ওদিকে গিরীণের কিশোরী মেয়ে টিয়াও ঐ জিপে চড়া তরুণকে নিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখে। গিরীণ যখন টিয়ার সঙ্গে প্রভাকরের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে, তখন মোহনপুরের বৌ—

টিয়ার মা জানতে পারে বিমলার মনের কথা। মোহনপুরের বৌ কি করবে?

পদ্ম তার বাপকে নিয়ে বনপলাশিতে কাজের সন্ধানে আসে। উদাস পদ্মকে দেখে মুগ্ধ হয়। লক্ষ্মী বুঝতে পারে পদ্মকে না পেয়েই উদাসের মনের ব্যথা! সে কি এই মর্মবেদনা সহ্য করবে?

সঙ্গীত

আহা, বিয়ে করে আসবে এবার
আসবে ঘরে বঁধু
মন দিয়ে মন পেতে হবে—
ফুরিয়ে যাবে মধু।
নইলে ফুরিয়ে যাবে মধু।
তারপর কি নিকেচে বটে— হুঁ
এধার ওধার আর চেওনা
কুঞ্জে সখা আর যেওনা
বটে—
ঘরের ফুলে নজর দিও
ফুরিয়ে যাবে মধু
নইলে ফুরিয়ে যাবে মধু
হেই, এযে বেশ নিকেচে

কথা :—রুবী বাগচী
সুর ও কণ্ঠ :—অধীর বাগচী

আমার মনটা টানে—
আমার মনটা টানে ঘরের পানে
কুথায় আমার ঘর
যদি মন ঘরামি বাঁধেই সে ঘর
আশার খুঁটি দিয়া।
হায় রে ভাগ্য যে হয় ঝড়
মাথার পরে উধাও আকাশ
মাটি পায়ের নীচে
এদের ছেড়ে হায়রে কুথায়
ঘর খুঁজি ভাই মিছে॥
আপন যারে ভাবি ওরে
সেই তো দেখি পর॥

সুর :—অধীর বাগচী
কণ্ঠ :—শ্যামল মিত্র

বহুদিন পরে ভ্রমর এসেছে পদ্মবনে
তোরা তাকাসনে লো ওদের পানে
থাকনা ওরা নিজের মনে॥
জাগালো শ্যামের বাঁশি—
শ্রীমতির মুখে হাসি
মিলনের আবেশ জাগে—
দু'জনের নয়ন-কোণে॥
শ্যাম আর রাধারাণী
করুক না হয় কানাকানি
দুলুক আজ ওদের ঝুলন
প্রেমের এই বৃন্দাবনে॥

সুর :—সতীনাথ মুখার্জী
কণ্ঠ :—উৎপলা মুখার্জী (সেন)

আমার ফুলে আর কি করে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায়
কেঁদে বাজে কারে ডেকে
কারে ডেকে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
কারে ডেকে।
আমার এ পথ—
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে—শ্রান্তি লাগে
বসি পথের তরুছায়ে—শ্রান্তি লাগে।
সাথীহারার গোপন ব্যথা
বলবো যারে সে জন কোথা
পথিকরা যায় আপন মনে,
আমারে যায় পিছে রেখে
পিছে রেখে
আমার এ পথ তোমার পথের থেকে
অনেক দূ'রে গেছে বেঁকে
গেছে বেঁকে
আমার এ পথ—

কথা :—রবীন্দ্রনাথ
কণ্ঠ :—দ্বিজেন মুখার্জী

আহা মরি মরি
চলিতে চলিতে বাজায় কাঁকন
পরণে নীলাম্বরী॥
পাগল আমি ও রূপ দেখে
মনে লয় ঐ অঙ্গ থেকে
ও রূপ চুরি করি॥
চোখ লয় দুটি ভ্রমর
কাজল কালো
যেন ঐ পদ্মমুখে
মানায় ভালো।
ও মুখের কাছে কি তাই
হার মেনে যায়
পূর্ণিমারই কোজাগরী॥
দোলে বেণী মণিহারা
যেন ফণী
পায়ে তোর নূপুর যে ঐ
তোলে ধ্বনি।
শ্রাবন ধারার মত রূপলাবনি
অঙ্গ থেকে পড়ে ঝরি॥

কণ্ঠ ও সুর :—শ্যামল মিত্র

এ নয় ফুলশয্যা এ যে কাঁটার শয়ন হায়
এ পাশ ও পাশ যে পাশ করি
কাঁটা বিঁধছে গায়।
এ নয়·····শয়ন হায়।
এ যে এক পীরিতি ফুল
এ আমার মনেরই ভুল
সে এক কালো ভ্রমর এসে
হুল ফোটাতে চায়।
হৃদি মাঝে একটি নাম সন্ত সন্ত
ফুটেছে সে অনবদ্য
সাধ হয় আমার মনভ্রমরা মধুর রসে
উড়ে গিয়ে তোর বুকে বসে॥
না—না—না দোহাই করি এ মিনতি
এ তোমার কেমন রীতি
ভুলনা লক্ষ্মী পদে আমার বড় ভীতি॥

সুর ও কণ্ঠ : অধীর বাগচী

দেখুক পাড়া পড়শিতে
কেমন মাছ ধরেছি বঁড়শিতে॥
এ যে রুই কাতলা মিরগেল তো নয়
যারে প্রেমের কাঁটা প্রান নিতে॥
মাছ লয় এ মচ্ছকন্যা
রূপে যে তার অঘৈ বন্যা
তার কাছে মন পড়ে বাঁধা
প্রেমের রশি টান দিতে
থাকে নাতো এ মাছ জলে
লড়ে চড়ে কথা বলে
কি আসে যায় সময় কোথায়
পরের কথায় কান দিতে।

সুর ও কণ্ঠ : শ্যামল মিত্র

ভোলা মন—হায়—
মনের কথা কারে বলি আর
এমন করে ছিঁড়লো ক্যানে
একতারা টার তার
তোর উদাস বাউল নেইতো বাউল আর ॥
কাঁদতে গিয়ে হাসি ক্যানে
হাসতে গিয়ে কাঁদি
ভালবাসার আদালতে হইলাম আমি বাদী।
সংসারে যে সাজিলাম রে সঙ
এই বুঝি সার।
এত বড় আকাশ তলে জীবন ক্যানে ছোট
পীরিতি ফুল মনবৃক্ষে
করবে জেনেই ফোটে
জানি না তো কে যে আমার
আমি যে হায় কার
মনের কথা কারে বলি আর ॥

সুর ও কণ্ঠ :—শ্যামল মিত্র

ও—ও—ও—
উদাস—ওরে ও ভবের লাগরী নবীন বয়সে যৈবন
দুধ কলাতে পোষা সাপ
পদ্ম—ওরে ও রসের নাগরী আ-আ-আ-সেই
সাপ ছোবল দিলেও
তার যে সাতখুন মাপ।
তোমার প্রেমের এমনি জ্বালা
কারও কাছে যায়না বলা
মন করে আনচান।
উদাস—হায়রে শিমুলের তুলা যেমন বাতাসে উড়ে গো
তুমি তেমনি উড়াও আমার প্রাণ
উদাসের বৌ—খা খা খা ঐ রাক্ষসীকে খা
ঐ পোড়ার মুখীকে খা
সোনার সংসারে যে আগুন জ্বালায়
সেই কুলটারে খা-খা-খা-খা
উদাস—এই এই এই যা বলার বলনা আমায়
গালি কেন দিসরে ওকে
উদাসের বৌ—ও মাগির ঝেঁটিয়ে আমি বিষ ঝাড়বো
ছাখতুই নিজের চোখে।

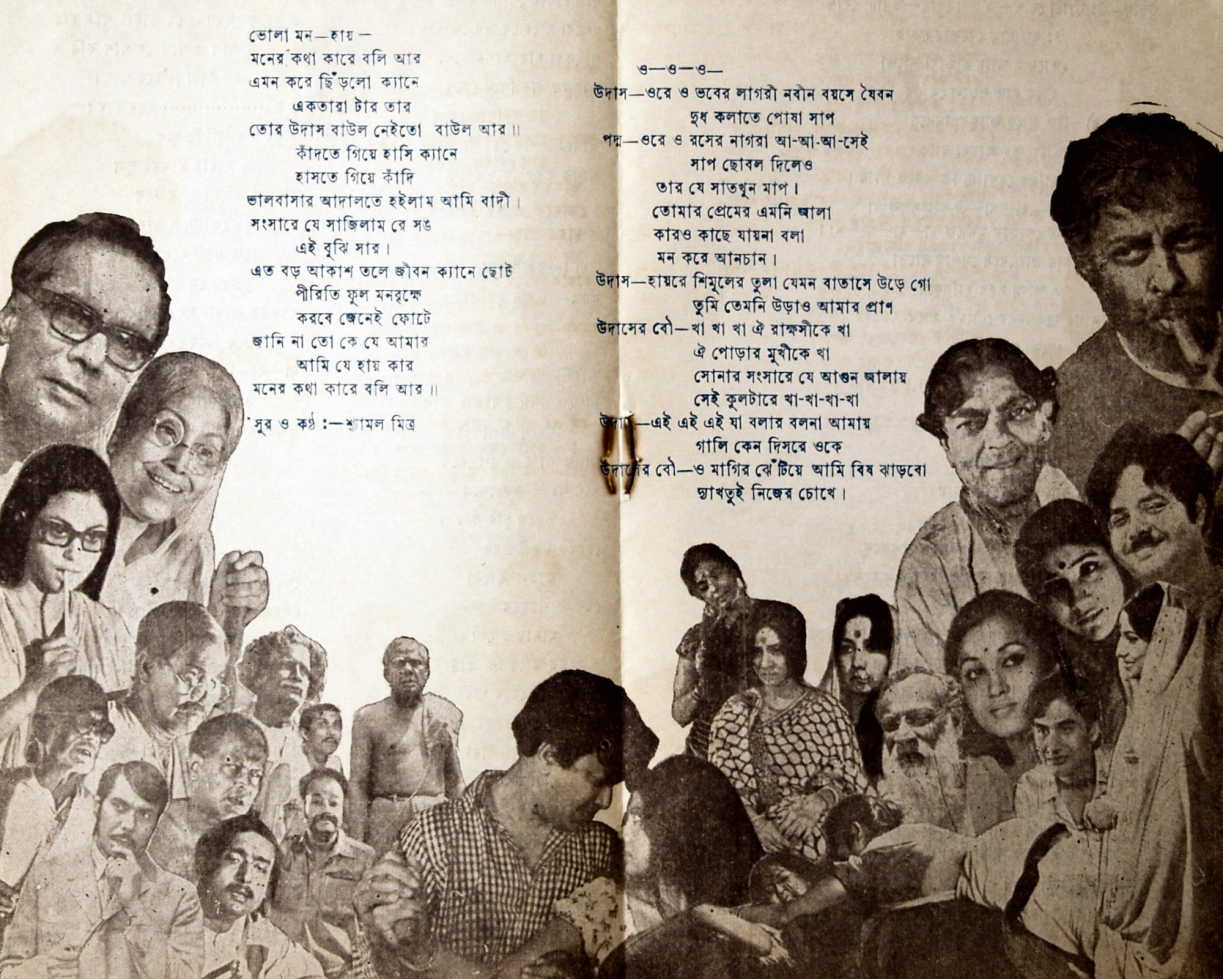

উদাস—উঃ ঝ্যাটা দেখি—ঝ্যাটা দেখি—ঝ্যাটা দেখি
উঃ বড় বাড় বেড়েছে তোর
তোকেও আমি ছাড়বো নাতো
গায়ে হাত পড়লে যে ওর
উদাসের বৌ—ঠিক আছে ড্যাকরা মিনসে
আগে তুই আয়না বাড়ি
আমিও দেখাচ্ছি কি করতে পারি।
খা—খা—খা—ঐ রাক্ষুসীকে খা
ঐ পোড়ার মুখীকে খা—খা—খা—খা।
পদ্ম—তোমায় ভালবেসে পেলাম নাতো
এ জ্বালা সইব হাসিমুখে
নাগর ঘরে ফিরে বৌয়ের সাথে
থাকো তুমি সুখে।
ও তোমার বিহা করা বৌ।
উদাস—হুঁ বৌ—স্ত্রী—বটে!
বৌ হওয়া কি অতইসোজা
কজনই বা জানে,
বৌ বলতে কি যেবোঝায়
কিযে তাহার মানে ।।
যে বা নারী অহঙ্কারী ঝগড়া জনেজনে
দয়া মায়ার ধার ধারেনা হিংসা শুধু মনে।
—বাজা ভাই—
যে বা নারী ভোর বেলাতে দেয়না গোবর ছড়া
পতীর সুখে হয়না সুখীজানে কোন্দল করা।
যে বা নারী পাড়া বেড়ায় পতীর আগে খায়
সাঁঝের প্রদীপ না জেলে সে সুখে নিদ্রা যায়,
স্ত্রী হলো পতির গতি পতির দেহ প্রাণ
সাবিত্রী যে কেমন স্ত্রী ; সাবিত্রা যে কেমন স্ত্রী
জানতো সত্যবান।
বলেন—অট্টামা আপনিই বলেন?
শুনলে তুমি সতীলক্ষ্মী স্ত্রী বলে কাকে
এ সংসারেতে ক'জনই বা স্ত্রী হতে পারে॥
সুর :—নচিকেতা ঘোষ
কণ্ঠ :—মান্না দে, যপ্পা দাশগুপ্তা ও বাসবী নন্দী

ও তোর নিজের সুখের তরে
আগুন দিলি পরের ঘরে
চাঁদের আলো ছিল ভালো
তাতে তুই গেরণ লাগালি।
ভেবেও যে দেখলি না হায় কি হবে পরে।
লক্ষ্মী পিতিমা ছিল হায়রে হায়
এ সোনার সংসারে,
বিজয়া না হতেই যে তুই ডুবিয়ে দিলি তারে
লক্ষ্মী বিহীন এ মন্দির শূন্য চিরতরে ।।
বেহায়া তোর নেই কিরে লাজ
ছিঃ ছিঃ লাজে মরি
কপালে তোর জোটেও নাকি
হায়রে কল্‌সি দড়ি,
অতি বাড় বাড়িস্‌নে তুই পড়ে যাবি ঝড়ে ।।
সুর ও কণ্ঠ—অধীর বাগচী

ধিন কেটে ধিন ধিনতা
লাইচেন্ট-টা পে য়ে গেছি নেই কোন আর চিন্তা
খেয়ে একপেট জল পক্ষীরাজ তুই চল
খেয়ে পেট্‌রল পক্ষীরাজ তুই চল
চল চল চলরে পক্ষীরাজ তুই চল ।।
ও পচু দাদা—
ও দাদা লাইচেন্ট-টা করিয়ে দেবে বলেছিলে
এতগুলো টাকা নিলে কাঁচকলাটা ঠেকিয়ে দিলে
ও দাদা.....
ও রোড ট্যাক্সো মশাই আপনারাতো দেখছি সবাই
দয়ামায়াহীন কসাই
রাস্তা হবে বলে টাকা নিলে কান মুলে
তোমাদের ট্যাক হ'ল ভারি
এক মাস না হতেই কি হাল হয়েছে

"ও নিবাস দাদা—চল্লে কোথায়"

নিবাস দাদা চল্লে কোথায়
পায়ের কাছে মাঙের ঝুড়ি
মোটা কিছু আসবে ঘরে
আনন্দেতে নাচ্‌ছে ভুঁড়ি ॥

সুর—অধীর বাগচী
কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র

এই তো ভবের খেলা—
সাগরে মিশিলে নদীর মরণ
নাহি হয়।
সেই সাগর থিকাই হয় রে বন্ধু
ম্যাঘেরই উদয়।
মন রে তুই মুগ্ধ বড়
তুয়ার বিচার কেমন তর ॥
সেই ম্যাঘের থিকাই বিষ্টি ঝড়ে
পাহাড় তাকে বুকে ধরে।
সেই জলেরই ঝর্ণা আবার
নদী হইয়া যায়।
চোখে যারে মরণ ভাবি
সে তো মরণ লয়।
পিরতিমে ডুবাইলে শূন্য—
হয় কি দেবালয়।

সুর ও কণ্ঠ :—সতীনাথ মুখার্জী

রূপায়ণে : উত্তমকুমার ॥ সুপ্রিয়া দেবী ॥ বিকাশ রায় ॥ মলিনা দেবী ॥ অনিল চ্যাটার্জী ॥ নির্মলকুমার ॥ বাসবী নন্দী ॥ জহর রায় ॥ কালীপদ চক্রবর্তী ॥ তরুণ রায় ॥ স্বপনকুমার ॥ বিদ্যা রাও ॥ সুচেতা ব্যানার্জী ॥ সুব্রতা চ্যাটার্জী ॥ তরুণকুমার ॥ নবাগত সুব্রত সেন ॥ জয়শ্রী সেন ॥ কেতকী দত্ত ॥ শিপ্রা মিত্র ॥ শমিতা বিশ্বাস ॥ অর্ধেন্দু মুখার্জী ॥ অমরনাথ মুখার্জী ॥ ভানু চ্যাটার্জী ॥ কৃষ্ণধন মুখার্জী ॥ অজিত মিত্র ॥ বনানী চৌধুরী ॥ নন্দিতা দে ॥ সীতা মুখার্জী ॥ কাকলি রায় ॥ গৌর শী ॥ জিতেন ব্যানার্জী ॥ পরিমল সেন ॥ রুবী দত্ত ॥ অজন্তা চৌধুরী ॥ মাঃ দেবানন্দ ॥ মাঃ সুশান্ত ॥ মধু বসু ॥ প্রফুল্ল রায় ॥ গোপী দে ॥ বিধু দে ॥ শম্ভু ব্যানার্জী ॥ শ্যামলী গাঙ্গুলী ॥ সজল ঘটক ॥ শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ রজত চক্রবর্তী ॥ শিশির চক্রবর্তী ॥ রুনু সরকার ॥ ধীমান চক্রবর্তী ॥ সীতেশ চক্রবর্তী ॥ শ্যামল দাস ॥ নিতাই রায় ॥ সত্য ব্যানার্জী ॥ নিখিল দত্ত ॥ সত্য দে ॥ বিশ্বনাথ দে ॥ প্রভাত ঘোষ ॥ প্রণব সিংহ ॥ হরপ্রসাদ মুখার্জী এবং মাধবী চক্রবর্তী।

ও

শিল্পী সংসদের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ

দুঃস্থ, অসহায় ও নিরাশ্রয় শিল্পীদের সাহায্যার্থে
শিল্পী সংসদের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা আপনাদের
আন্তরিকতায় সার্থক হোক।

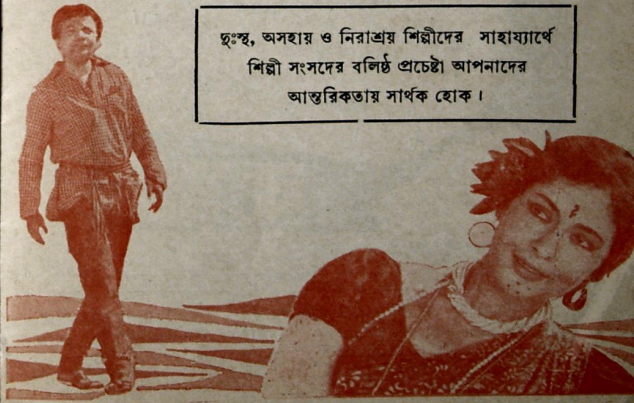

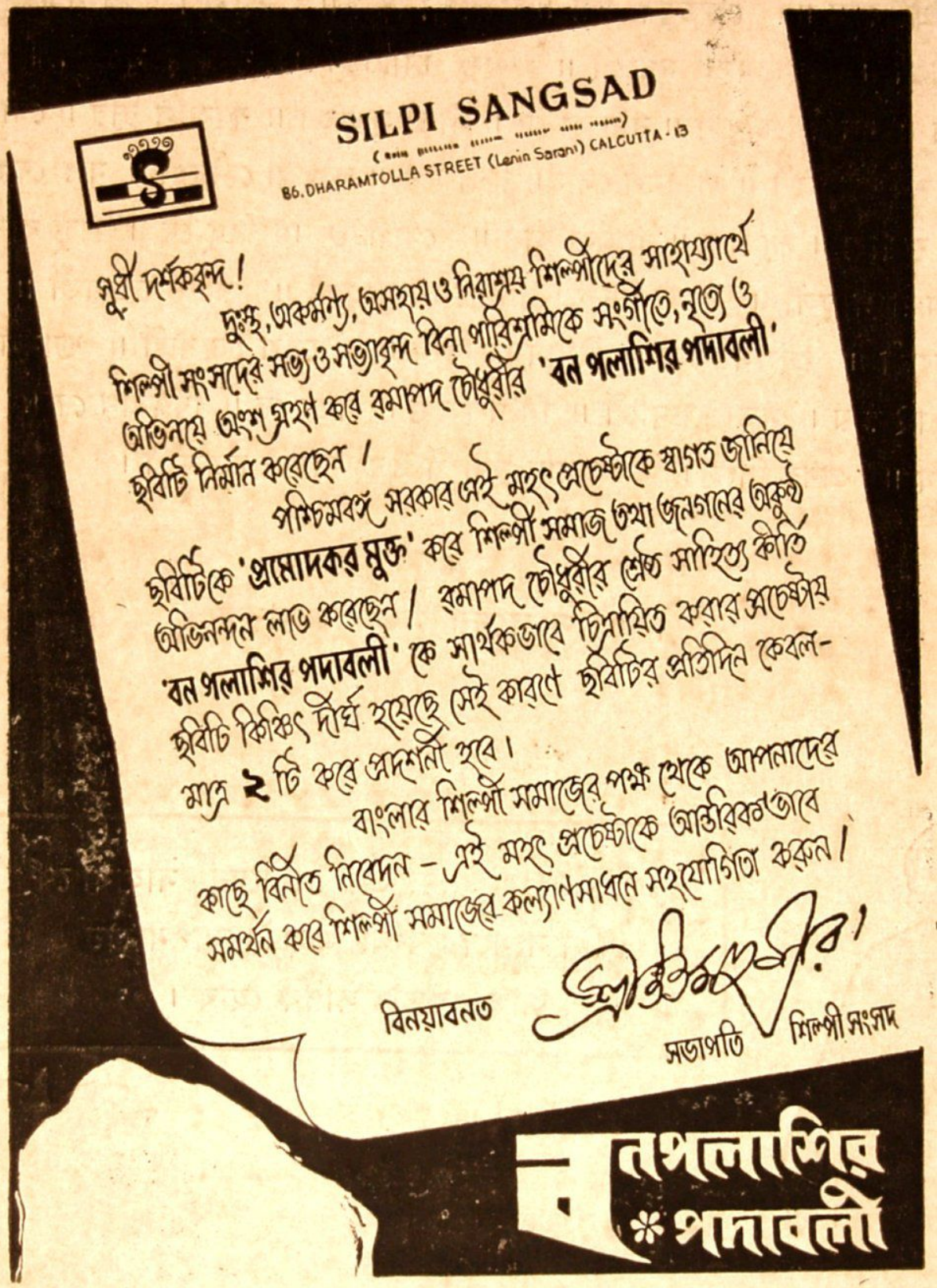

SILPI SANGSAD

86, DHARAMTOLLA STREET (Lenin Sarani) CALCUTTA-13

সুধী দর্শকবৃন্দ!

দুঃস্থ, অকর্মণ্য, অসহায় ও নিরাশ্রয় শিল্পীদের সাহায্যার্থে শিল্পী সংসদের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ বিনা পারিশ্রমিকে সংগীতে, নৃত্যে ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে রমাপদ চৌধুরীর **'বন পলাশির পদাবলী'** ছবিটি নির্মান করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে ছবিটিকে **'প্রমোদকর মুক্ত'** করে শিল্পী সমাজ তথা জনগনের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি **'বন পলাশির পদাবলী'** কে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করার প্রচেষ্টায় ছবিটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে সেই কারণে ছবিটির প্রতিদিন কেবল-মাত্র **২** টি করে প্রদর্শনী হবে।

বাংলার শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন — এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে শিল্পী সমাজের কল্যাণসাধনে সহযোগিতা করুন।

বিনয়াবনত

সভাপতি শিল্পী সংসদ

শিল্পীসংসদের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণে : ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬
★ পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন ★ অলংকরণ : সমর গাঙ্গুলী